# অষ্টমবার বিয়ে ভাঙার পর প্রলাপ

চিরঞ্জয় চক্রবর্তী



কুণাল
এবারের বিয়ে আমার জন্য ভাঙেনি। আমি বরাবরই যেকোন অবস্থায় বিয়ে করতে রাজি ছিলাম বা আছি। সেইমতো ব্যবস্থাওনিয়েছি। কেউ বলতে পারবে না যে শুধুমাত্র কথার ফুলঝুরি জ্বালিয়ে আমিসুচরিতাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। সুচরিতা দীর্ঘদিন ধরে আমাকে চেনে,জানে। ওর বোঝা উচিত বা এতদিনেও যে বুঝতে পারেনি, এটাই পৃথিবীর সাম্প্রতিকতমআশ্চর্য।

এবারের ঘটনাটাই ধরা যাক, সব ঠিকঠাক, ফুলমালা, বন্ধুবান্ধব, রেজিস্ট্রার তা সত্ত্বেও সুচরিতা বিয়েটা করল না।সুচরিতা অবশ্য বলে, বিয়েটা হল না। ভগবানের কাছে আমার একটাইপ্রার্থনা ছিল, আর যেন বিয়েটা না ভাঙে, কিন্তু কি করব বল, আমারকপালে বোধ হয় দাম্পত্য জীবন নেই। কারণ সুচরিতা এল অনেক অনেক পরে।সবাই ভেবেছিল ও আর আসবে না। যাই যাই করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসেছিল। ঘরেরহাওয়া ক্রমশ ভারী হচ্ছিল। আমার খুব লজ্জা করছিল। বন্ধুরা এবং তাদের বৌরানিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে হাসছিল। হাসিটার বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও এবংমুখে উৎকণ্ঠার ছাপ থাকলেও আমি ক্রমশ নিশ্চিত হচ্ছিলাম যে ওরা হাসছিল। তখনইসুচরিতা এল। বিয়ের নতুন কাপড় কেনা হয়েছে, সে সব কিছু নেই, যেন মাদারটেরিজা এলেন। কারোর সঙ্গে কোন কথা না বলে, রেজিস্ট্রারকে বলল,আমার আজ মন খারাপ, আজ আমি বিয়ে করতে পারব না। কবে পারব, সেটাপরে জানাব।

----এটা তো আট নম্বর দিন। আপনার সঙ্গে আলোচনাকরেই তো দিন ঠিক করা হয়েছে। আবার দিন চাইছেন ?
----তা হোক মন খারাপ নিয়ে বিয়ে করা যায় না।
তারপর গটগট করে বাইরে বেরিয়ে এল। আমরাওপিছন পিছন এলাম। মিলিটারি কায়দায় অ্যাবাউট টার্ন করে আমাকে ডাকল।কাছে যেতেই বলল.....।

সুচরিতা
আমরা অনেকদিন প্রেম করছি ঠিকই, বিয়েকরব এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। আমি কুণালকে ছাড়া আর কুণালআমাকে ছাড়াভাবতে পারে না। কিন্তু আট-আটবার নোটিস দিয়েও আমরা বিয়ে করতেপারিনি। আটবারের বারনা হয় আমার দোষ। আমার মন খারাপ ছিল। মন তোখারাপ হতেই পাবে। পারে না ? আপনার মন খারাপ হয় না ? মন খারাপ থাকলে শুভ কাজ করা উচিৎ ? না, করা যায় ? আপনারাই তো শুনলেন, যে কোন সময় কুণাল বিয়ে করতে রাজি।আমি তাই বিয়ে করব বলে সপ্তমবার নোটিস দিয়েছিলাম। ওর একগুয়েমিতেআমি অন্ধ হয়ে গেছলাম। তাই ক্যালেন্ডার না দেখেই এবং কোনরকম হিসাব নিকাশনা করেই রাজি হয়েছিলাম। অথচ ও যখন শুনল যে ঐ তারিখেই আমি রজঃস্বলা।নিজেই নতুন করে দিন নিল। সেদিন কী আমি নতুন শাড়ি পরে আসি নি ? নতুন বৌ - এর মতো সাজি নি ? কুণাল বলল, এ অবস্থায় বিয়ে করা উচিত নয়। এত অসুবিধা হতে পারে।ভবিষ্যত যাতে সুখের হয় এই জন্যই তো বিয়ে করা,

বিয়েটা যে ভাবেই হোক। এই কারণের জন্য বিয়েটা হল না। দোষটা কী আমার ?

কুণাল
ঠিক এর তিনমাস আগে আমরা একবার বিয়ে বলে নোটিস দিয়েছিলাম। সেবার আমার বাড়ির ছাদে প্যান্ডেল হয়েছিল, রেকর্ডেসানাই বেজেছিল। ফুল দিয়ে আলো দিয়ে বাড়ি সাজানো হয়েছিল, সবাই ভেবেছিল,অন্তত এইবারআমাদের বিয়েটা হবে। সবাই বিয়ে বাড়ির পোষাকেনিজেকে সাজিয়েছিল, পাউডর আর পারফিউমের গন্ধ ম মকরছিল। লোকজনআসতেই হৈ হৈ শু হল। হঠাৎ সেদিন সন্ধেবেলা খুব বৃষ্টি হল। রাস্তায়হাঁটুজল। সেই জল পেরিয়ে রেজিষ্ট্রার এলেন, আমাদের এখানে এসেনিজের পোষাক ছেড়ে বাবার একটা ধুতি লুঙ্গির মত পরে খালিটেবিলে গিয়ে বললেন।কন্যা এলে বিবাহ হবে। সবাই খাচেছ, কেউ কেউ স্বস্তিতে খাচেছ এই ভেবে সব লক্ষণগুলো ভাল, এবারঅন্তত বিয়েটা হবে। আবার কেউকেউ, বাইরে জলে যেতে কষ্ট হবে, ভেবে কোথায় কীভাবে থাকা যাবে তার প্রস্তুতি নিচেছ। দেখতে দেখতে রাত হয়েযায়, কন্যা আসে না। কলাবতী কন্যার দেখা নেই। রাতএগারোটার সময়সুচরিতার বড় ভাইপো এল। হাতে একটা চিঠি। আমরা তো অবাক,সুচরিতা আসেনি, তাঁর চিঠিএসেছে। কিছু যে জিজ্ঞাসা করব তারও উপায়নেই, কারণ সুচরিতার এই ভাইপোটা বোবা। আমার মা কাঁদতে বসেছে।আমার পোড়া কপাল নিয়ে বেশ উঁচু গলায় তাঁর ভাবনা প্রকাশপাচেছ। আমি প্রথমবার চিঠিটা পড়ার পর দ্বিতীয়বার সুচরিতারচিঠিটা সবাইকে পড়ে শোনালাম ঃ----

প্রিয় কুণাল,
এইভাবে সবাইকে বসিয়ে রেখে চিঠি পাঠানোনিশ্চয়ই অন্যায় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভাববার যেতোমাকে বিয়ে করে জুয়াড়ি বানাতে চাই না। গত পরশুদিন সোনার দোকানথেকে বেরিয়ে তুমি বলেছিলে, জান তো বিয়েটা আসলে একটা জুয়া খেলা। বউসবার কাছে ভাল হবে কি মন্দ হবে লোকটা জানে না। লোকটা তো মেয়েটাকেজানে না। সেই মেয়েটা বউ হয়ে যাওয়ার পর তো আর রিমোট টিপে টিপেলোকটার পছন্দমত সব কিছু করাতে পারবে না। না পারলেই তোকে বলবে,স্বামীটা ভেড়ুয়া। তারপর ধরো ছেলে মেয়ে হল। সুস্থ হলেভাল, কিন্তু যদিঅসুস্থ হয়। তাহলে কার জন্য হল ? বাবাটা নেশা করে কী না ? কোন রোগ আছে কী না ? বংশে কারো এরকম ছিল কী না ? মা কি রকম ? এরকম আরো কত প্রশ্ন। সুস্থ হল কিন্তু মানুষ হল না। তাহলেওপ্রশ্ন, কার জন্য ছন্নছাড়া হল ? কেনলেখা পড়া হল না ? কেন নেশা ভাঙ্গ করে রাস্তায় পড়েথাকে ? অথচ দেখো লোকটা তো এতসব ভেবে জেনেবিয়ে করেনি, স্বাভাবিক নিয়মেই একটা জুয়াড়ি বনে গেছে।

আমার মনে হয়, এখনই এই বিয়ে হওয়া উচিত নয়।এর ফলে তোমার জুয়াড়ি হওয়ার সম্ভাবনা যেমন নেই, আমারও তেমন এই সববিষয়ক গঞ্জনা শোনার সুযোগ থাকছে না। এসো আমরা আবার ভাবি। দয়া করেতুমি আবার নোটিস দাও।
মার্জনা করো।

বিনীত (সুচরিতা)

সুচরিতা
সবাই বলে আমার জন্য কুণালের অনেক টাকা নষ্টহয়েছে। বারবার সমস্ত রকম আয়োজন করা সত্ত্বেও আমরা ঘরবাঁধতেপারিনি। অথচ আপনারাই বলুন, ঘর বাঁধতে চাইলে কি আদৌ কোন নোটিশেরপ্রয়োজন আছে ? লোক জানানোর দরকার আছে ? আমার নেই, কিন্তু কুণালের আছে। আমরা অর্থাৎ আমি আর কুণাল প্রস্তুতিনিয়েছিলাম, বিয়ে করব। দিনক্ষণও ঠিক হল, যাকে যাকে বলার ইচ্ছাসবাইকে জানানোও হল। অথচ দেখুন আমি কি রকমঅপয়া, সেইদিন কুণালের বাবামারা গেলেন। সবার কাছে অপয়া হয়ে গেলাম। বিয়ে হল না। কুণাল এক বছরেরমধ্যে বিয়ে করতে প

ারবে না। তাই একবছর অপেক্ষা করতে হল। আমরাআবার নোটিশ দিলাম।

কুনাল

অনেক মানুষের মধ্যে স্বপ্ন থাকে না, কিন্তুঅন্যের স্বপ্নকে জারিত করে,অনেকে অন্যের স্বপ্নে রঙ লাগায়। অনেকেঅন্যের স্বপ্ন নিয়েনাড়াচাড়া করতে করতে স্বপ্নের সওদাগর হয়ে যায়। আমার একটাস্বপ্ন ছিল, আমি যদি কখনো সংসার করি, আমার বাড়িতে কোনরান্নাঘর থাকবে না। অর্থাৎ সারাদিন খাওয়া দাওয়া নিয়ে চিন্তাভাবনাকরে অযথা সময় নষ্ট করব না। আমি শিল্পী, আমার ঘরে, বারান্দায়বাগানে, শুধুমাত্র শিল্প-সামগ্রী থাকবে। আমরা শিল্প দেখব, শিল্প নিয়েচিন্তাভাবনা করব, শিল্প নিয়ে ঘুমাব, স্বপ্ন দেখব। দীর্ঘদিনধরে সুচরিতাকে এসব কথা বুঝিয়ে বলার পরও বলে, শিল্প দিয়ে জীবনযাপনহয় না। হাতা খুন্তি কড়াই না হলে জীবনের অনেক কিছুই জানা হয় না। নুনছাড়া শিল্প হয় ? এসব স্বপ্ন নাকি অবাস্তব। আমিওকে বোঝাতে পারি না স্বপ্ন হয়, স্বপ্নকে সাকার করতেহয়। স্বপ্ন সাকার করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে, ওকে বোঝানোরচেষ্টা করি, ও বুঝতে চায় না।

বিয়ের কয়েকদিন আগে ওর দাদা বৌদি আমাকে নিয়েএক ডাক্তারের কাছে যান। ঘন অন্ধকার তাঁর চেম্বারে আমার মুখের উপরএকটা বড় আলো ফেলে তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন, এই সবপ্রশ্নের মধ্যে স্বপ্ন, বাস্তবতা,সুচরিতা, বাবা মা,দাদা বৌদি, বন্ধু বান্ধব এমন কি কাশ্মীরে জঙ্গি হানাও স্থান পায়। অথচ আমিবরাবর প্রশ্ন করি, এসবের কী প্রয়োজন ? তিনি উত্তর করেন না।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বাইরে এসে সুচরিতারবৌদি বলেছিল, দেখো কুণাল সব স্বপ্ন মাটিতে নামানো যায় না। কিছুকিছু আকাশে থাকে। কিছু কিছু মধ্য আকাশে থাকে। কিছু কিছু দেখা যায় কিন্তুনাগাল পাওয়া যায় না। আর কিছু কিছু সত্যি হাতের নাগালে থাকে।

তারপর আরো কথা হয়েছিল, আমার মনে নেই।ডাক্তারের পরামর্শমত আমার আরো বিশ্রাম নেওয়ার কথা ছিল।তাইনির্দিষ্ট দিনে আমাদের বিয়েটা হল না।

সুচরিতা

আমি কিন্তু কখনো বলিনি কুণালকে ডাক্তারের কাছেনিয়ে যেতে। দাদা আর বৌদি আমার কথা শোনে নি। ওরা আমার কাছে কুনালেরকথা শুনেই সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছিল এবং বিয়ের অনুষ্ঠানটাও বন্ধকরে দিয়েছিল। আমি তো জানি কুণাল পাগল নয়, স্বপ্ন পাগল। ওস্বপ্ন নিয়েই বেঁচে আছে। ও কখনো পাখি হতে চায়, কখনো গাছ হতেচায়, ফুল হতে চায়, হাওয়া হতে চায়, গন্ধ হতে চায়, কখনো মাছ হতেচায়। একদিন মাঠের উল্টোদিকে ও দাঁড়িয়েছিল, কাছে যেতেই বলল, দূরথেকে মনে হচ্ছিল, তুমি হাওয়ায় ভেসে ভেসে আসছ। তোমার ডানা দুটো অল্পনড়ছে। মনে হচ্ছিল আমার স্বপ্নের পারী উপর থেকে নেমে আসছে।ভাবছিলাম, পরীটা আমার সামনে নতজানু হয়ে বলবে, আমাকে বন্ধু করবে ? অথচ তুমি একগান হেসে বললে, একটু দেরি হয়ে গেল, রাগ করোনা প্লীজ।রাবিশ।

সেইদিন মাঠে পিঠে পিঠ লাগিয়ে বসে আমাকে কুণাল বলেছিল, তোমার সঙ্গেআমার কয়েকটা কথা আছে।

------আমারও আছে।

-----বিয়ের আগে এসব ব্যাপারে পরিষ্কার হয়েযাওয়া ভাল।

আমি বলেছিলাম, আমি তাই মনে করি।

যেহেতু আমি মহিলা, ও তাই আমাকেই প্রথমকিছু বলার সুযোগ দিল। আমি বলেছিলাম, তুমি কিন্তু বিয়ের পর নিরামিষ খেতেপারবে না। কারণ নিরামিষ খাওয়া লোকেরা প্রথমত সফল হয় না।দ্বিতীয়ত টপ্প কেটে ন্যাকা কথাবলে। তোমাকে আরো অনেক কিছু পাল্টাতেহবে। সবসময়ে ধোপ দুরস্ত হয়ে থাকতে হবে ইস্ত্রি না করে জামাপ্যান্টপরতে পারবে না।

প্রতিদিন ডিওডোরেন্ট ব্যবহার করতে হবে। আমারসঙ্গে হোটেল রেস্টুরেন্টে খাওয়া অভ্যাসকরতে হবে। না হলে দিদির া যখনজন্মদিনে, বিবাহ বার্ষিকীতে বা কিটি পার্টিতে নেমন্তন্ন করবে,আমি কী একাএকা যাব ? আর হ্যাঁ তোমার মা যেন আমাদের মধ্যে নাকনা গলায়, আমার বাড়িতে লোকেরাও তাই চায়।

এত সব শোনার পর অনেকক্ষণ কুণাল কোন কথাবলেনি। আমরা পিঠে পিঠে লাগিয়ে চুপচাপ বসেছিলাম। লাস্টডাউন ট্রেনচলে যাওয়ার পর উঠে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম।
হাঁটতে হাঁটতে কুণাল জিজ্ঞাসা করল, তোমারজামাইবাবুরা কেমন ?
----ভাল
----কাকে তোমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ ?
----সেজো জামাইবাবুকে।
----তুমি তাঁকে বিয়ে করতে চাও।
আমি তো অবাক। এসব কী কথা ? কিসের সঙ্গে কী সম্পর্ক ? রাগে দুঃখে আমি ওর কোন কথা শুনিনি।এগুলো অসভ্যত া নয় ? ও নিজে কিন্তু অসভ্যতা পছন্দ করে না। অথচ এজাতীয় মন্তব্য করতে কোন অসুবিধা হয় না। কখন যে ও ড ানদিকেররাস্তায় চলে গেছে আমি জানি না। আপনারাই বলুন এরপর কী বিয়ে করাযায় ? তাই দিন পাল্টাতে হল। এটা কী আমার দোষ ?

কুণাল
নানা অছিলায় আমাদের বিয়েটা না, বুঝতে পারছিকোথাও একটা অসুবিধা হচ্ছে। একথাটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমিও সেভাবে জোর দিইনি, চলো আজই বিয়ে করব। যেভাবে আমাদের বন্ধু শোভনকরেছিল। শোভনের বিবাহ ব াসর ছিল মহাত্মা গান্ধী রোড আর সূর্য সেনস্ট্রীটের সংযোগস্থল পূরবী সিনেমার সামনে, তখন মাঝখানেএকটাট্রাফিক স্ট্য ান্ড ছিল, ঐখানে শোভন আর রূপা প্রকাশ্য দিবালোকেরাজপথে পরস্পর মালা বদল করেছে। ট্রাফিক পুলিশ, সার্জেন্ট ছুটে এসেছিল,কিন্তু তিনবার মালা বদল না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোন বাধা দেয়নি।কারণবিবাহ এক শুভ অনুষ্ঠান। অসংখ্য মানুষের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে ওরা সুখীদম্পতি হওয়ার চেষ্টা করেছিল।

আমি সেই রকম কিছু করতে চাইনি, কিন্তু সহজস্বাভাবিকভাবে একটা বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। দ্বিতীয় বার বিয়েভেঙেয াওয়ার কারণ সুচরিতার মন খারাপ। তার আগের দিন গণপ্রজাতন্ত্রীচিনের তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে কয়েক হাজার তণকে নৃশংস হত্যা করাহয়। সুচরিতা এই আঘাত সহ্য করতে পারেনি। পৃথিবীর মানুষের দুর্ভাগ্যযে এতগুলো তাজা প্র াণ চলে গেল। মানবসম্পদের বিনাশ হল। চারিদিকধিক্কার ধবনিতে মুখর হল, এই ঘটনার পরদিন আমাদের শুভ বিব াহের দিন ঠিকহয়েছিল।

অনাড়ম্বর সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে সুচরিতা সমবেতসবাইকে নিহত তণদের জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করার পরঅঝো ারে কেঁদেছিল। যাদের দেখেনি, যাদের ভাষা, সংস্কৃতি বা জীবনযাত্রা কিছুইজানে না, সুধুমাত্র টিভিতে আর সংবাদপত্রে ওদের কথা শুনে এত কান্না, আমিওঅবাক হয়ে গেছিলাম। সেইদিন স্বয়ং রেজিস্ট্রারও বলেন নি, আসুন শোকসভারপর বিবাহ পর্বটা মিটিয়ে নিই। ।সবাই শোকে মুহ্যমান হয়েছিল। বিয়েরকথাটা বেমালুম ভুলে গেল। আমাদের বিয়ে হল ন া।

সুচরিতা
তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারের ঘটনাটা আমাকে খুব আঘাত করেছিল। আতঙ্কিতকরেছিল। সারা পৃথিবীর শাসক সমাজ এইভাবে তণ তণীদের শান্ত এবংসংযত আন্দোলন ভেঙ্গে দিতে প্রাণ নিতে পারে, নৃশংস অত্যাচারকরতেপারে----ভাবা

যায় না। ত্রমশ এটা সংত্রামক ব্যাধির মতো আমাদের ছোটছোট সংসারেও প্রবেশ করবে। সবাই বুলডোজার চালাবে। সব কিছু আমাদেরমুখ বুজে মেনে নিতে হবে। এই রকম মানসিক অবস্থায় কি বিয়ে করা যায়,নাউচিত ? তাই দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থহয়েছে। কিন্তু প্রথমবারের কথা যদি বলেন, সম্পূর্ণ কুণাল দায়ী, ও বলেছিল,ওর সিদ্ধান্তই সব। ওর বাবা ওকে খুব ভালবাসতেন, ওকে কোনদিন কোন কাজেবাধা দেন নি। তাই ও ভেবেছিলকোন অসুবিধা হবে না। ওর পরিকল্পনা অনুযায়ীসব কিছু হল না। বিয়ের দিন সন্ধেবেলা খবর এল, ওর বাবার মত নেই। বাবারঅমতে বিয়ে করলে কুণাল বিশাল সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে ।আমি বলেছিলাম,সম্পত্তিকে তো বিয়ে করছি না, বিয়ে করছি কুণালকে, কুণ াল যে ভাবে পারবেতাতেই আমি রোজ পূর্ণিমার আলোয় স্নান করতেপারব। অর্থ পাব কি পাবনা---এই চিন্তায় বিয়ে করা উচিত নয়।আমার দাদা, বৌদিরা বলল, নানা এটা ঠিক নয়,এর বাবার মত নিয়েই বিয়েটা হওয়া উচিত, সম্পত্তি দিন রানা দিন, অন্তত আশীর্বাদটা তো দেবেন। ওটার অনেকদাম। বিত্তবান লোকেরআশীর্বাদ সত্যি অনেক দাম। ওর ব াবার সম্মতির জন্য আমাদের বিয়েটা হল না।

কুণাল ---- সুচরিতা
সুচরিতার মতে কুণালের এখন যা চেহারা তা দেখেআর প্রেম জাগে না বা প্রেম প্রেম খেলার বয়সও আর নেই। তাইঅ ামাদের বাণপ্রস্থে যাওয়ার কথা ভাবা উচিত।
কুণালের মতে, অনেক কথা হয়, রাগ হয়, দুঃখ হয়,মারামারি পর্যন্ত হয় তবু কবি বলেছেন, সংসার ধর্মে বড় ধর্ম মা ---- বিয়েনা হলে কোন সিনেমা শেষ হয় না যে।



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com